যায়যায়দিন

তারিখ 07 SEP 2013
পৃঃ ২ কলাম ৪

নভেম্বরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ শুরু

এম মামুন হোসেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে না। প্রতি বছরের মতো এবারো স্বতন্ত্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব ব্যবস্থপনায় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে। এ হিসেবে নভেম্বর থেকে উচ্চশিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। এবার সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই প্রশ্নপত্রে, একই দিন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। জানা গেছে, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে

ভর্তিযুদ্ধ : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যায়যায়দিন ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

ভর্তিযুদ্ধ : পাবলিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সুবিধামতো যেকোনো একটিতে ভর্তি হতে পারবে।

আগামী ১ নভেম্বর 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষার মধ্যদিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক-ইউনিট ২২ নভেম্বর, খ-ইউনিট ৮ নভেম্বর, গ-ইউনিট ১৫ নভেম্বর, ঘ-ইউনিট ১ নভেম্বর, চ-ইউনিট ২৩ নভেম্বর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সকালে এবং রাজধানীর অপর বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথে একই ইউনিটের পরীক্ষা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের পরীক্ষার সময়সূচি হচ্ছে, ক-ইউনিট ২২ নভেম্বর, খ-ইউনিট ৮ নভেম্বর, গ-ইউনিট ১৫ নভেম্বর, ঘ-ইউনিট ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষা চলবে বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার দপ্তর জানিয়েছে, নতুন শিক্ষাবর্ষে লোক প্রশাসন, ফাইন আর্টস অ্যান্ড গ্রাফিক্স এবং নাটক ও সঙ্গীত নামে নতুন তিনটি বিভাগেও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তিচ্ছুদের টেলিটকের মাধ্যমে খুদে বার্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি আবেদন করতে হবে। প্রতি ইউনিটে ভর্তি আবেদন প্রক্রিয়ায় ৩২০ টাকা লাগবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এবার মোট আসন সংখ্যা এক হাজার। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদনকারীরা ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বাকৃবির রেজিস্ট্রার জানান, ভর্তির জন্য আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে- আবেদনকারীকে ২০১০ অথবা ২০১১ সালে এসএসসি/সমমান এবং ২০১২ অথবা ২০১৩ সালে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করতে হবে। এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয় বাদে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৭.০ এবং আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ পেতে হবে। এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন, গণিত এবং জীববিদ্যা থাকতে হবে। এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা ও ইংরেজি প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম জিপি ২.০ থাকতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার আবেদন করতে হবে টেলিটক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) আগামী ৭, ৮ এবং ৯ ডিসেম্বর ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.ku.ac.bd/ admission) পাওয়া যাবে। হাজি দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। চলবে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা সূত্রে জানা গেছে, নতুন শিক্ষাবর্ষে ইংরেজি ও আর্কিটেকচার নামে নতুন দুটি বিভাগেও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এছাড়া গত বছরের তুলনায় এবার ২৮০টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত টেলিটকের মাধ্যমে ভর্তিচ্ছুরা ভর্তি আবেদন করতে পারবেন। ভর্তি পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি (www.hstu.ac.bd) ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ২ নভেম্বর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ থেকে ২৪ নভেম্বর। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ২ থেকে ৯ নভেম্বর। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ থেকে ২১ নভেম্বর। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০ ডিসেম্বর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৮ নভেম্বর। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২৯ নভেম্বর। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৬ ডিসেম্বর। মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৩ ও ৪ ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৯ নভেম্বর। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ নভেম্বর। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২৩ নভেম্বর। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় ৭ ডিসেম্বর। ময়মনসিংহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ২৪ থেকে ২৭ নভেম্বর। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ১ থেকে ৪ নভেম্বর। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২৮ ও ২৯ নভেম্বর। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ ডিসেম্বর। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৪ ও ১৫ নভেম্বর। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ১১ অক্টোবর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২৯ ও ৩০ নভেম্বর। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ৮ নভেম্বর। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ২৭ ও ২৮ নভেম্বর।

মেডিকেলে ভর্তির আবেদন শুরু : বুধবার থেকে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। চলবে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এছাড়া আগামী ৪ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে স্বাস্থ্য মহলালয় সূত্রে জানা গেছে। ভর্তি পরীক্ষার জন্য এবার শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। বাংলাদেশের সবগুলো মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে মোট ৮ হাজার ৪৯৩টি আসন রয়েছে।

গত ৩ আগস্ট প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে দেশে ১০টি বোর্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে আটটি বোর্ডের এইচএসসিতে পাস করেছেন পাঁচ লাখ ৭৯ হাজার ২৯৭ জন। ১০টি বোর্ডের অধীনে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। জিপিএ-৫ পাওয়া এসব উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টা করবে। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় আসন আছে দুই হাজার ১১০টি, আর বুয়েটে রয়েছে ৯৬৫ আসন। সাধারণ এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, জিপিএ-৫ পেয়ে বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষার্থীই তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না।

দেশে বর্তমানে ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় না। একই সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে প্রায় ৪০ হাজার। এ ৪০ হাজার আসনের বিপরীতেই হবে মূলত প্রতিযোগিতা। এরমধ্যে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবরই সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা হয়। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর অধীন প্রায় ১৭শ' কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮টি কলেজে স্নাতকে ভর্তি করা হয় এক লাখ ৮৯ হাজার শিক্ষার্থী। এ ছাড়া ১৬শ' ডিগ্রি কলেজে প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ হাজার আসন রয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এক হাজার ৪৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতক বা ডিগ্রিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। এছাড়া ৫৪টি সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও শতাধিক বেসরকারি পলিটেকনিক প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মিলে আসন রয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ৮০০টি।